দৈনিক খবর

তারিখ ... 15-NOV 1988
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ৭

মজিদা আদর্শ কলেজের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি

॥ হাবিবুল্লাহ বাহার খান ॥

কুড়িগ্রাম জেলা সদরে দু'টি সরকারী কলেজের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মজিদা আদর্শ কলেজটি আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে বলে জানাগেছে।

১৯৮৫ সালের ৩০শে আগষ্ট ছায়া ঢাকা শান্ত পরিবেশে ৩ একর ৯০ শতাংশ জমির উপর স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গওহর পার্ক নামক স্থানে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের পর দু'টি সরকারী কলেজের পাশাপাশি বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান অবস্থায় এলেও নানান প্রতিকূলতার কারণে এর অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ইন্টারমেডিয়েট কলেজ হিসাবে এর কলা, বণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুইশত। এদের শিক্ষাদানের জন্য অধ্যক্ষ বাদে ৪ জন ডেমোনেস্ট্রেটরসহ শিক্ষক রয়েছেন ১৪ জন। অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন ১০ জন। স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে যা টিউশন ফিস আদায় হয় তা দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন প্রদান সম্ভব হয় না।

গত অর্থবছরের শিক্ষা খাতের অব্যয়িত তহবিলের ৫ লাখ টাকা সরকারী অনুদান ব্যতীত কলেজটি আর কোন অনুদান পায়নি। কুড়িগ্রামে কৃতী সন্তান মন্ত্রী মাঈদুল ইসলাম অবশ্য ২ লাখ টাকা ব্যক্তিগত অনুদান দিয়েছেন। তা থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে বলে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবুল কাশেম তালুকদার আমাদের এ প্রতিনিধিকেজানান।

এদিকে কলেজটি বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বিজ্ঞান ভবন বা ল্যাবরেটরী কক্ষ নেই। এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ক সরঞ্জামাদিও নেই। অবশ্য মন্ত্রী মাঈদুল ইসলাম কলেজের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের নিমিত্তে ৩০ লাখ টাকা অনুদানের বিশেষ বরাদ্দের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রী/ পাট/৮৯/১০২ তাং ৩০/৫/৮৯নং স্মারকের চিঠি মারফৎ অনুরোধ জানান। কিন্তু এ ব্যাপারে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

কলেজে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও খেলাধুলার সরঞ্জামাদির সংকট প্রকট। গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক নেই বললেই চলে। কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনও নিষ্প্রভ বলা চলে। ফলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের তেমন একটা সুযোগ পাচ্ছেনা।